তারিখ ... 28 OCT 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ...

শিক্ষকরা বলছেন অনাকাঙ্ক্ষিত ভুল

■ মুস্তাফিজ রনি, *রাবি প্রতিনিধি*

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষায় চারুকলা অনুষদের প্রশ্নপত্রে যে 'সাম্প্রদায়িক' প্রশ্নের অভিযোগ উঠেছে তার পেছনে রয়েছেন অনুষদের ভর্তি পরীক্ষার মূল কমিটি এবং প্রশ্নপত্র প্রণয়ন কমিটির সদস্যরা। যে প্রশ্ন দুটি নিয়ে 'ধর্মীয় উস্কানি' দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে সেগুলো নিয়ে সমস্যা হতে পারে, তা এ কমিটিকে আগেই অবহিত করেছিলেন কয়েকজন শিক্ষক। এখন নানা সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ভর্তি পরীক্ষার মূল কমিটি ও প্রশ্নপত্র প্রণয়ন কমিটির সদস্যরা বলছেন, এটি অনাকাঙ্ক্ষিত ভুল হয়ে গেছে।

জানা গেছে, অনুষদের 'ভর্তি পরীক্ষার মূল কমিটি'তে রয়েছেন তিনজন এবং মূল কমিটির সহযোগী হিসেবে তৈরি করা 'ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন কমিটির' সদস্য রয়েছেন চার শিক্ষক। ভর্তি পরীক্ষার মূল কমিটির আহ্বায়ক হলেন চারুকলা অনুষদের ডিন ও গ্রাফিক্স ডিজাইন, কারুশিল্প ও শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান। মূল কমিটির অন্য দুই সদস্য হলেন মৃৎশিল্প ও ভাস্কর্য বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক মোস্তফা শরীফ আনোয়ার এবং চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ঋতেন্দ্র কুমার শর্মা।

রাবির ভর্তি পরীক্ষায় সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন

প্রশ্নপত্র প্রণয়নের বিষয়ে অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ভর্তি পরীক্ষার মূল কমিটি বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকদের কাছ থেকে প্রশ্নপত্র আহ্বান করেন। এরপর সেই প্রশ্নগুলো প্রশ্নপত্র প্রণয়ন কমিটি যাচাই-বাছাই করে প্রাথমিক অনুমোদন দেয়। সবশেষে মূল কমিটি ও প্রশ্নপত্র প্রণয়ন কমিটি মিলে তা মডারেশন করে।

মূল কমিটির অন্য সদস্য মৃৎশিল্প ও ভাস্কর্য বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক মোস্তফা শরীফ আনোয়ার অবশ্য অন্য অভিযোগ তুলছেন। তিনি বলেন, 'প্রশ্নপত্র প্রণয়নের দায়িত্ব ওই চার শিক্ষকের নয়। বরং প্রশ্ন প্রণয়ন ও মডারেশনের দায়িত্ব মূল কমিটির কো-অর্ডিনেটর হিসেবে ডিন এবং আমাদের দু'জনের। কিন্তু ডিন আমাদের সঙ্গে কোনো পরামর্শ না করে নিজ ক্ষমতাবলে তার পছন্দমতো শিক্ষকদের নিয়ে প্রশ্নপত্র এবং মডারেশন করেছেন। এমনকি প্রশ্নপত্র দু'জন শিক্ষককে দিয়ে টাইপ করার কথা থাকলেও তিনি কর্মচারীদের দিয়ে তা করিয়েছেন। আমরা এই প্রশ্নের বিষয়ে আগেই তাকে সতর্ক করেছিলাম।

তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছে ডিন ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, প্রশ্নপত্র আহ্বান থেকে মডারেশন পর্যন্ত তাদের সঙ্গে রেখেই কাজ করা হয়েছে। ছাপা হওয়ার পর তারা প্রশ্নের বিষয়টি আমাদের জানালে তখন আর সংশোধনের উপায় ছিল না। তাই কন্ট্রোল রুমকে জানিয়ে দিয়েছিলাম প্রশ্নগুলোর উত্তর যে যেটাই দেবে তাদের নম্বর দিয়ে দেওয়ার জন্য। অনুষদের ভর্তি পরীক্ষার মূল কমিটির অন্য সদস্য অধ্যাপক ঋতেন্দ্র কুমার শর্মার ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

প্রশ্নপত্র প্রণয়ন কমিটির সদস্য চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম রানা বলেন, পরীক্ষার আগের দিন রাতে ফটোকপি মেশিনের সমস্যা থাকায় পরদিনই পরীক্ষা হওয়ায় এবং শিক্ষকদের অন্য ইউনিটের পরীক্ষার হলে ডিউটি থাকায় কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ভুল হয়েছে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ভুল প্রশ্নগুলোর নম্বর সব শিক্ষার্থীকেই দেওয়া হবে।

প্রশ্ন দুটি কে করেছিলেন সে বিষয়ে ভর্তি পরীক্ষা মূল কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'বিষয়টি অভ্যন্তরীণ। তবে এই প্রশ্নগুলো যাদের কাছ থেকে এসেছে তা দেখব এবং এর পেছনের উদ্দেশ্য কী ছিল কিংবা ভুলটা কোথায় হয়েছে তা আমরা খতিয়ে দেখছি।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক আনন্দ কুমার সাহা বলেন, 'প্রাথমিকভাবে ওই অনুষদের ডিনের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। এর পেছনে কারা কারা জড়িত এবং ওই কমিটিতে কারা ছিলেন তাদের বিষয়ে ডিন আমাকে জানিয়েছেন। রোববার বিশ্ববিদ্যালয় খুললে উপাচার্যের সঙ্গে ভর্তি পরীক্ষার মূল কমিটি ও প্রশ্নপত্র প্রণয়ন কমিটির চারজনকে নিয়ে বসব। তখন প্রয়োজন হলে তদন্ত কমিটিও গঠন করা হবে।